আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উপলক্ষে

tµ vcÎ

সঞ্চালনা করেন দৈনিক
গ্রামের কাগজ সম্পাদক
মবিনুল ইসলাম মবিন

প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্ল্যান
বাংলাদেশ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী
মোঃ শাহ্‌রিয়ার মান্নান

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০

বিধি প্রণয়ন কাউন্সিলিং আর তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্বারোপ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ : পারিবারিক নির্যাতনের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক গত ৫ মার্চ যশোর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে প্ল্যান বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দৈনিক গ্রামের কাগজ ও পরিত্রাণের উদ্যোগে প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর) প্রোগ্রাম -এর আওতায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচকবৃন্দ বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় এ আইনের বিধি প্রণয়ন না হওয়া। এ আইনের অনেক পেনাল প্রভিশান নেই। মামলা মিথ্যাও হতে পারে। অনেকে উৎসাহী নাও হতে পারে। আর এজন্য ভুক্তভোগী নারী তার সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিধি প্রণয়ন না হলে নারীকে যতই সুরক্ষার কথা বলা হোক না কেন তা হবে শুভঙ্করের ফাঁকি। আলোচকবৃন্দ তাদের সরব, প্রাণবন্ত আলোচনায় আরো বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীকে সুরক্ষা দিতে নৈতিক শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আর সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। এজন্য সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা একটা জেন্ডার ইস্যু। ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি না হলে এ থেকে উত্তরণ পাওয়া দুষ্কর। শুধু আইন প্রয়োগ করে কখনও অপরাধ দমন করা যায় না। উপস্থিত আলোচকবৃন্দ পরিশেষে একমত পোষণ করে বলেন, 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্য সবার আন্তরিকতার দরকার। সাথে সাথে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই সচেতনতা সৃষ্টি জরুরী। তবেই এ আইন নারীর জন্য রক্ষা কবজের মত কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্ল্যান বাংলাদেশ এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোঃ শাহ্‌রিয়ার মান্নান। তিনি যশোরসহ ৬টি জেলার জরিপ থেকে নানা তথ্য তুলে ধরে জানান, ৫৩ শতাংশ পরিবারে বিভিন্ন কারণে সহিংসতা ঘটে থাকে। এগুলোর প্রতিকারে অনেকেই পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের আশ্রয় নিচ্ছে এবং সুফল পাচ্ছে। গোলটেবিল বৈঠকের সঞ্চালক দৈনিক গ্রামের কাগজের প্রকাশক ও সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন তার বক্তব্যে এ আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে সব সংগঠন আইনটি নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে সহায়তা করারও যথেষ্ট সুযোগ মিডিয়ার রয়েছে। আইনটির বিভিন্ন ইতিবাচক দিক, এর বাস্তবায়ন কৌশল এবং জনসচেতনতা তৈরিতে নিবন্ধ, ফিচার ও রচনাসহ বিভিন্ন লেখা তুলে ধরতে পারে। তিনি তার পত্রিকার মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা ও ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আইনজীবীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

কাওসার পারভীন, *জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যশোর*

এ আইন বাস্তবায়নে আইনজীবীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অনেক ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবসে প্রতিকার নিষ্পত্তি বিঘ্নিত হয়। এ জন্য প্রয়োজন বোধে সময় বৃদ্ধি করতে হবে। পরিসংখ্যানে নারীর প্রতি সহিংসতার সংখ্যা কম দেখালেও সহিংসতার ধরণ পাল্টাচ্ছে। বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতা ধীরে ধীরে যৌতুক ও নারী নির্যাতনে রূপ নিচ্ছে। অতীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আইনজীবীদের কল্যাণে প্রচার ও বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে। এ আইনটির ক্ষেত্রেও তাদের ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। সহিংসতা কমাতে পারিবারিকভাবে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। এজন্য পরিবারের সকলকে একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসা প্রয়োজন।

আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে

রেশমা শারমিন, *সহকারি পুলিশ সুপার, যশোর*

আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে যাতে অপব্যবহার না হয়। অনেক সময় ঘটনা অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপনের কারণে প্রতিকার এ আইনের আওতাভূক্ত হয়না। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সবাইকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা রোধে আগেই মামলার কথা না ভেবে প্রথমে সমঝোতার পথে যেতে হবে। সমঝোতা বিফল হলে তারপর মামলায় যাওয়া উচিৎ। তাছাড়া এ বিষয়ে আলোচনা শুধু বদ্ধ ঘরে না করে প্রকাশ্যেও করা দরকার। যাতে আলোচনায় সবাই অংশ নিতে পারে। তিনি বলেন, আইন সব সময় নারী ও শিশুদের পক্ষে। তাই আইনের অপব্যবহার রোধ করতে না পারলে সুবিধাভোগীরা সুযোগ নিতে পারে। সে জন্য আইনটির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। সচেতনতার জন্য স্কুল কিম্বা কলেজে ক্যাম্পাসে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

আইন বাস্তবায়নে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে

মিজানুর রহমান তোতা, *সভাপতি, প্রেসক্লাব যশোর*

সহিংসতা শুধু পরিবারেই নয়, কর্মক্ষেত্রেও ঘটছে। সুরক্ষা সর্বত্রই থাকতে হবে। গোল টেবিল বৈঠক নয় স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সবাইকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং তথ্য অধিদপ্তরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সম্মিলিত চেষ্টায় প্রচারণা ছড়িয়ে দিতে হবে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে।

প্রয়োজন অধিক সচেতনতা সৃষ্টি

অ্যাড. সেতারা খাতুন, *ভাইস চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা, যশোর*

এ আইনকে কার্যকর করতে প্রয়োজন অধিক সচেতনতা সৃষ্টি। শুধু শহর কেন্দ্রিক নয় সচেতনতা কার্য□ম ছড়িয়ে দিতে হবে তৃণমূল পর্যায়েও। সাধারণ মানুষের একেবারে কাছে পৌঁছাতে হবে। শুধু নারীদের সচেতন করলেই হবে না পাশাপাশি পুরুষদেরও সচেতন করা দরকার। এজন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা কিংবা গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রয়োজন নেতিবাচক মনোভাব পরিহার

অ্যাড. সৈয়দা মাসুমা খানম, *মানবাধিকারকর্মী*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে সব ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে ইতিবাচক মানসিকতা থাকতে হবে। শুধু পরিবারের স্ত্রী নয়, বৃদ্ধা মাতা, ফুফু কিংবা বিধবা বোনসহ পরিবারের সবাইকে এ আইনের আওতায় আনতে হবে। আইন বাস্তবায়নের জন্য শুধু জেলা বা উপজেলা নয় ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠকর্মী নিয়োগ দিতে হবে। সেই সাথে এ আইনে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য ৭ কর্ম দিবস স্থান কাল পাত্র ভেদে বর্ধিত করতে হবে। এ আইনের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন হয়রানীমুলক মামলার শিকার না হন সে দিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে।

আইন প্রয়োগ প্র□িয়া স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হতে হবে

এম এ মান্নান, *সাংবাদিক, ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিকারের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আইন বাস্তবায়নে প্রতিটি পদক্ষেপই মমত্ববোধের সাথে নিতে হবে। এছাড়া আইন প্রয়োগ প্র□িয়া স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হতে হবে। যাতে কেউ হয়রানীর শিকার না হয়। তিনি বলেন, যৌতুক আইন যেভাবে অপব্যবহার হয়। পারিবারিক সহিংসতা আইন সেভাবে অপব্যবহার হলে পরিবার বলে আর কিছু থাকবে না। এজন্য সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সকলকে সজাগ থাকতে হবে। মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

দণ্ডপ্রাপ্তদের ডাটাবেজ তৈরি জরুরী

মোকাম্মেল হোসেন শুভ, *সাংবাদিক, ডেইলি স্টার*

বিভিন্ন সময় নারী নির্যাতনকারী বা ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত বা দণ্ডপ্রাপ্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়টি উদাহরণ হয়ে থাকে। এ জন্য এসব ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্তদের ডাটাবেজ তৈরি করা দরকার। যাতে ওই অপরাধী পরবর্তীতে তথ্য গোপন করে আবারো বিয়ে বা নির্যাতনের কোন পথ বেছে নিতে না পারে। একই সাথে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের প্রচারণার সাথে সাথে নির্যাতনকারীদের তথ্যও প্রচার করা দরকার।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহনশীল হতে হবে

জাহিদ হাসান টুকুন, *সম্পাদক, রেড □সেন্ট, যশোর*

নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন ছাড়া এ আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অবগত নয়। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহনশীল হতে হবে। মমতার সাথে বিবেচনা করতে হবে যাতে একটি পরিবার সুরক্ষিত থাকে। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

এছাড়া আইন পাশের সাথে সাথে বিধিমালা প্রণয়ন জরুরী। বিধিমালা প্রণয়নে ব্যাপকভাবে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আইন প্রয়োগ করতে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে সহনশীলতা ও সমঝোতার উপর জোর দিতে হবে। আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে বলেও তিনি মনে করেন।

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে

ফখরে আলম, *সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক কালেরকণ্ঠ*

আমাদের সমাজে দারিদ্রতা, শিক্ষা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব রয়েছে। তাই পারিবারিক সহিংসতা □মে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই পরিবারের সবারই ইতিবাচক ভূমিকা। এছাড়া পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের কথা ভুললে চলবেনা। আধুনিকতার নামে অপসংস্কৃতির মোহে না জড়িয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে।

কাউন্সিলর নিয়োগ প্রয়োজন

ফিরোজা বুলবুল কলি, *সহকারী অধ্যাপক, সভাপতি, বাকশিস, যশোর*

আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রচারসহ প্রতি জেলা উপজেলায় কাউন্সিলর নিয়োগ করা জরুরী। আইনে উল্লেখিত আর্থিক নির্যাতন প্রমাণের বিষয়ে বিধিমালাতে ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কারণে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে অনেক সময় প্রমাণ রাখা হয় না। যা বিধিমালাতে সুস্পষ্ট করা না হলে আর্থিক নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হবে। এ বিষয়ে আরো বেশী স্পষ্টতা বা সহজবোধ্যতা থাকতে হবে।

কাউন্সিলিং অত্যন্ত জরুরী

তনুজা রহমান মায়া, *স্বত্ত্বাধিকারী, রং ফ্যাশান হাউজ*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে সবচেয়ে জরুরী কাউন্সিলিং। বেশীর ভাগ সহিংসতার ক্ষেত্রে পুরুষদের অগ্রণী ভূমিকা থাকে। এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে নারীদের সাথে সাথে পুরুষদেরও কাউন্সিলিং করার উপর জোর দিতে হবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সচেতনতা কার্য□মে পুরুষদের অন্তর্ভূক্তি করা দরকার। কারণ পুরুষরা সচেতন হলে নারী ও শিশুর সুরক্ষা অবধারিত।

কাজের মেয়েকে এই আইনের আওতায় আনতে হবে

সাইফুজ্জামান সাইফ, *সাংবাদিক, ডেইলি নিউ এজ*

প্রতিপক্ষ হিসাবে শুধু পুরুষকেই নয়; নির্যাতনকারী যেই হোক তাকে সনাক্ত করে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় আনতে হবে। নারী ও শিশুদের পাশাপাশি পরিবারের কাজের মেয়েকেও এ আইনে সুরক্ষা দেয়ার কথা ভাবতে হবে। অনেক পরিবারে গৃহকর্মীরা বেশি নিগৃহীত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটা রোধ করতে পারিবারিক সহিংসতা আইন কার্যকর হতে পারে।

এলাকাতে সামাজিক সুরক্ষা কমিটি গঠন করা

তারাপদ দাস, *শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক*

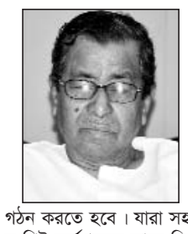

পারিবারিক সুরক্ষায় শুধু আইনই যথেষ্ট নয়, থাকতে হবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাছাড়া শুধু আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়। চাই নৈতিকতাবোধ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচিতে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন সন্নিবেশ করতে হবে। এর পাশাপাশি সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সামাজিক সুরক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। যারা সহায়ক হিসাবে কাজ করবেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করবেন।

গ্রহণযোগ্য পারিপার্শ্বিক স্বাক্ষী জরুরি

মুজিব-উদ-দৌলা সরদার কনক, *নির্বাহী পরিচালক, সুসমাজ ফাউন্ডেশন*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় আদালতে গ্রহণযোগ্য পারিপার্শ্বিক স্বাক্ষী জরুরি। বিধিমালাতে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বিবেচনার সুযোগ রাখা দরকার। যৌথ পরিবার কমে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌথ পরিবার অটুট রাখার বিষয়ে বিশেষ প্রচারণা প্রয়োজন। সেই সাথে তৃণমূল পর্যায়ে পৃথক প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে যেন তারা শুধুমাত্র এ আইন বাস্তবায়নে বেশী কাজ করতে পারে।

আইনের প্রয়োগ করতে হবে দীর্ঘদিনের সামাজিক প্রথা অক্ষুন্ন রেখে

অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ, *সভাপতি, যশোর মহিলা পরিষদ*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করতে হবে আমাদের দেশের দীর্ঘদিনের প্রচলিত সামাজিক প্রথা অক্ষুন্ন রেখে। পরিবর্তন ঘটাতে হবে বির্বতনের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সহানুভূতি ও মমতার সাথে। এর পাশাপাশি আগুন বা এসিড সহিংসতার শিকার সারভাইভরের জন্য যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিটসহ প্রয়োজনীয় সাপোর্টও জরুরী।

আইনের অপপ্রয়োগ না হয়

হাসিব নেওয়াজ, *প্রোগ্রাম রিপোর্টার, জাগরণী চ□*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ শুধু নারী বা শিশু কেন্দ্রিক নয়। সুরক্ষিত রাখতে হবে পরিবারের সকল সদস্যকে। সে ক্ষেত্রে যদি কোন পুরুষও সহিংসতার শিকার হয় তবে তার জন্যও আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে। পাশ্চাত্য প্রীতির কারণে যেন এ আইনের অপপ্রয়োগ না হয় সে দিকে সকলকে সর্তক থাকা দরকার।

পারিবারিকভাবে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

নবনীতা সাহা অপু, *প্রোগ্রাম অফিসার, রাইটস যশোর*

পারিবারিক যৌন হয়রানি উদ্বেগজনকভাবে বিস্তার লাভ করলেও বিষয়টি লজ্জা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আলোচনায় আসছে না। এ কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজন কাউন্সিলিং। এজন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পাশাপাশি পারিবারিকভাবে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে সহজেই নির্যাতিত তার সমস্যাা তুলে ধরতে পারে।

প্রধান অন্তরায় বিধি প্রণয়ন না হওয়া

অ্যাডভোকেট সালেহা খাতুন, *মুক্তিযোদ্ধা, মানবাধিকার কর্মী*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় এ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়া। বিধিমালা না হওয়ায় বর্তমানে এ আইনের আওতায় যেসব অভিযোগ দায়ের হয়েছে তার বিপক্ষে কেউ উচ্চ আদালতে গেলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। তাই আইন পাশের সাথে বিধিমালা তৈরি জরুরী ছিল। তিনি বলেন, আইন পাশ হবে একদিন বিধিমালা পাশ হবে অন্যদিন এ ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এছাড়া আইনে পেনাল প্রভিশন না থাকায় আবেদনকারীকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ আইনে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকা সাংঘর্ষিক। এ সব ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্তদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে হবে বিধিমালাতে। এ আইন কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আছে। আইনে আর্থিক সুরক্ষায় লেনদেনের ফরম্যাট সংযুক্ত থাকলে ভালো হতো। তিনি আরো বলেন, সহিংসতার আবেদন পাওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অবাস্তব চিন্তা। কারণ পুলিশ বিভাগ ও পোষ্ট অফিসের যে অবস্থা তাতে সাত দিনের মধ্যে এ কাজ সম্ভব নয়। এছাড়া সাধারণ মানুষ প্রতিকার কোথায় কিভাবে পাওয়া যায় তা জানে না। তাই আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

মনিটরিং সেল করতে হবে

অ্যাড. আনোয়ারা খান, *সমাজকর্মী*

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। সচেতনতা ও সহায়তার জন্য তৃণমূল কার্যালয়ে কাউন্সিলির নিয়োগ প্রয়োজন। এছাড়া প্রচারণার জন্য পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী

রোকসানা আক্তার রুনু, *সভাপতি, যশোর লেখিকা সংঘ*

আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ নারী সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং লজ্জার কারণে প্রতিনিয়ত নিরব নির্যাতনের শিকার হলেও এসব নিয়ে মুখ খুলতে চায় না। এছাড়া নারীদেরকেই সব কিছু মেনে নিতে হবে সব কিছু সহ্য করতে হবে এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়কেই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে এগুলো বড় অন্তরায়। তবে শুধু আইন করে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে যথেষ্ট নয় এর সাথে প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা দরকার।

বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

আসমানা আক্তার রলি, *সাংস্কৃতিক কর্মী*

পারিবারিক সহিংসতা কি এ সম্পর্কে শিশুদের অবগত করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যের একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা থাকতে হবে। তাহলেই নারী ও শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। এজন্য পারিবারিক সহিংসতা কি এবং করণীয় বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা দরকার। বিশেষ করে শিশু সুরক্ষার বিষয়টি শিশুতোষ করে শিশুদের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য এ বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দরকার

উজ্জ্বল কুমার দাস, *প্রোগ্রাম অফিসার, পরিত্রাণ*

মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি পারিবারিক সহিংসতার অন্যতম একটি কারণ বাল্যবিবাহ। সরকারের মাঠ প্রশাসন তৎপর হলে এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখলে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব। এ আইনটি বাস্তবায়নে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। একইসাথে আইনের বাস্তবায়নে সামাজিক নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে অনেক মানুষ বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিতরা উপকৃত হবে।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এবং প্ল্যান বাংলাদেশ ও ইউএসএআইডি এর এ সং□ান্ত কর্মসূচি সম্পর্কে আরো জানতে ভিজিট করুন http://www.phrplanbd.org/

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
পরিত্রাণ PARITRAN
A Human development Organiazation for the Outeaste by the Outeaste.
সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
গ্রামের কাগজ
The Daily Gramer Kagoj
Plan